প্রথম আলো

তারিখ 26 NOV 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দমনকারীরাই যখন দুর্নীতিবাজ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

পদোন্নতি পেলেও ডিআইএ ছাড়েন না কর্মকর্তারা

■ সাব্বির নেওয়াজ

চলতি বছরের ৩০ মের কথা। রাজধানীর পলওয়েল মার্কেটের সামনে থেকে ঘুষের নগদ চার লাখ টাকাসহ দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) জালে ধরা পড়লেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের (ডিআইএ) সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক মো. মোস্তাফিজুর রহমান। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের এই প্রভাষক পদমর্যাদাধারীকে পরে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। বর্তমানে তিনি জেলে রয়েছেন। ঘটনাটি তদন্ত করে গত ১৭ অক্টোবর দুদক তার বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিয়েছে।

সারাদেশের বেসরকারি স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক এবং প্রশাসনিক অনিয়ম ও দুর্নীতি ধরার দায়িত্ব ডিআইএ'র। অথচ যাদের ওপর এই দায়িত্ব, তারাই জড়িয়ে পড়েছেন দুর্নীতির জালে। যেমন– কারাবন্দি কর্মকর্তা মোস্তাফিজুর রহমান মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে পিরোজপুরের নাজিরপুর উপজেলার ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। ঢাকা ফিরে তিনি ফোন করে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের কাছে নানা 'অসংগতি' ঠিক করে দেওয়ার বিনিময়ে প্রতিষ্ঠানপ্রতি আড়াই লাখ টাকা অথবা প্রতি শিক্ষকের এক মাসের বেতন দাবি করেন। যা নিতে গিয়েই তিনি দুদকের জালে ধরা পড়েন।

ডিআইএ'তে কাজ করে ছলে বলে কৌশলে অবৈধ টাকার পাহাড় গড়ার ক্ষেত্র এতই বিস্তৃত যে, সমকালের অনুসন্ধানে দেখা গেছে, কেবলমাত্র এই প্রতিষ্ঠানে থাকার জন্যই কমপক্ষে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

দমনকারীরাই যখন দুর্নীতিবাজ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

দু'জন কর্মকর্তা পদোন্নতি নেননি। কমপক্ষে তিনজন কর্মকর্তা পদোন্নতি পেয়ে প্রচুর অর্থ খরচ করে চেষ্টা-তদবির চালিয়ে অন্যত্র পদায়ন ঠেকিয়ে রেখেছেন। যদিও গত ১০ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারি করা 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন নীতিমালা' অনুসারে, কর্মকর্তারা একটানা তিন বছরের বেশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় থাকতে পারবেন না। তিন বছর পর তাদের শিক্ষকতায় ফিরে যেতে হবে এবং টানা দুই বছর শিক্ষকতার পর তাদের পুনরায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে পদায়ন করা যেতে পারে। এ নীতিমালা অনুযায়ী, সরকারি কলেজের শিক্ষকরা চাকরি জীবনে তিনবারে সর্বোচ্চ ছয় বছরের বেশি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় নিয়োগ পাবেন না। অথচ অভিযোগ রয়েছে, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে কর্মরত সরকারি কলেজের শিক্ষকরা নানা প্রভাব খাটিয়ে ডিআইএতে বছরের পর বছর বহাল থাকছেন। কেউ কেউ মাঝে স্বল্পকালীন বিরতি দিয়ে ৯ বছর পর্যন্ত এখানেই চাকরি করছেন।

এসবের কারণ একটাই, পরিদর্শন ও নিরীক্ষার নামে নির্বিবাদে দুর্নীতি করা যায় এ পরিদপ্তরে থেকে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ডিআইএ'তে দীর্ঘদিন ধরে পরিচালক ও যুগ্ম পরিচালক ট্যুর প্রোগ্রাম বিক্রি করতেন। অভিযোগ, শিক্ষা পরিদর্শক ও সহকারী শিক্ষা পরিদর্শকরা দেশের যেসব এলাকায় গেলে বেশি উৎকোচ মিলবে, সেসব ট্যুরগুলো বিপুল টাকার বিনিময়ে কিনে নিতেন। এখনও এ ধারা অব্যাহত আছে। যদিও ডিআইএর বর্তমান যুগ্ম পরিচালক বিপুল চন্দ্র সরকার সমকালের কাছে দাবি করেন, আগে কারা কী করতেন, সেটি তারা জানেন না, তবে বর্তমানে কোনো ট্যুর প্রোগ্রাম বিক্রি করা হয় না।

ডিআইএ ছাড়তে চান না কেউ : দ্বিতীয় দফায় ডিআইএ'তে চাকরি করছেন প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম পরিচালক বিপুল চন্দ্র সরকার। আগেও ডিআইএতে সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক, শিক্ষা পরিদর্শক ও উপ-পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। মাঝখানে কিছুদিন বিরতি দিয়ে আবার তিনি ফিরে এসেছেন এ প্রতিষ্ঠানে। তার মূল পদ উপ-পরিচালক; তবে ক্ষমতার জোরে তিনি অধ্যাপক পদমর্যাদার (স্ববেতনে) যুগ্ম পরিচালক হিসেবে নিজের পদায়ন ঘটিয়েছেন। তবে দুর্নীতির অভিযোগ সবচেয়ে বেশি উপ-পরিচালক মো. রাশেদুজ্জামানের বিরুদ্ধে। তিনি ডিআইএ'র সবচেয়ে লোভনীয় ডেস্কে (ঢাকা বিভাগ) ২০১২ সালের ২৮ নভেম্বর থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে এ পদে আসার আগে সাসপেন্ড ছিলেন তিনি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্পের কেনাকাটায় তিন কোটি টাকার ঘাপলা ধরা পড়ার পর ওই ক্রয় কমিটির অন্যতম সদস্য হিসেবে তিনি বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্ত হন। পরে অদৃশ্য কারণে রাতারাতি ছাড়াও পান।

ঘুরেফিরে সেই ২০০১ সাল থেকে ডিআইএতে চাকরি করছেন রাশেদুজ্জামান। সাবেক পরিচালক মফিজ উদ্দিন আহমেদের সময় তিনি ট্যুর প্রোগ্রাম বিক্রির মূল হোতা ছিলেন। এ নিয়ে ২০১৫ সালে ইনডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের 'তালাশ' অনুষ্ঠানে সচিত্র প্রতিবেদন প্রচারিত হয়। সমকালের কাছে অভিযুক্ত রাশেদুজ্জামান অবশ্য দাবি করেন, তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সত্য নয়। তা ছাড়া কেনাকাটার বিভাগীয় মামলা থেকে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন। উপ-পরিচালক (খুলনা বিভাগ) সৈয়দ জাফর আলী এ পদে এসেছেন বছরখানেক হলো। উপ-পরিচালক (রাজশাহী বিভাগ) রসময় কীর্তনীয়া কর্মরত আছেন ২০১৫ সালের ২১ জুন থেকে। এ পদে থেকেই তিনি বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন বলে কানাঘুষা রয়েছে শিক্ষা ক্যাডারে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শিক্ষা পরিদর্শক এএইচ জাহাঙ্গীর আলম ডিআইএ'তে টানা পাঁচ বছর ধরে, মো. সিদ্দিকুর রহমান ২০১২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে, আবদুস সালাম আজাদ ২০১১ সালের সেপ্টেম্বর থেকে, টুটুল কুমার নাগ ২০১১ সালের মার্চ থেকে এবং মো. আবদুস সালাম চার বছর ধরে রয়েছেন। শিক্ষা পরিদর্শক গোলাম ফিরোজ ২০১২ সাল থেকে কর্মরত; মাঝখানে কেবল ১০ দিনের জন্য অন্যত্র পদায়ন পেয়েছিলেন। শিক্ষা পরিদর্শক ভবেন্দ্রনাথ বাড়ৈ দুই বছর ১০ মাস ও ছালেহউদ্দিন শেখ ২০১৫ সালের জুন থেকে দ্বিতীয় দফায় কর্মরত। সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক প্রলয় দাস ও মুহাম্মদ মনিরুল ইসলাম মাসুম রয়েছেন ২০১৫ সালের মে থেকে। একই পদে কর্মরত এস এম মনজুরুল হক ১২ বছরের বেশি (২০০৪ থেকে) কর্মরত। ২০০৯ সালে একবার অন্যত্র বদলির আদেশ হলেও তিনি যাননি। পরে সে আদেশ বাতিল করা হয়।

ডিআইএতে থাকার জন্য সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক এসএম মনজুরুল ইসলাম ও মো. কাওছার হোসেন দীর্ঘদিন পদোন্নতি নেন না। মনজুরুল হক শিক্ষা ক্যাডারের ১৬তম ও কাওছার হোসেন ২৪তম বিসিএসের কর্মকর্তা। আবার পদোন্নতি হলেও অন্যত্র বদলি ঠেকিয়ে রেখেছেন তিনজন কর্মকর্তা। সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক শ্যামাপ্রসাদ বেপারী সম্প্রতি প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা পরিদর্শক সিদ্দিকুর রহমান ও সালাম আজাদ সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক হলেও ডিআইএ ছেড়ে যাননি। সিদ্দিকুর রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতির বিভাগীয় মামলা ছিল। সম্প্রতি তিনি সে মামলা থেকে রেহাই পান।

এ ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান ডিআইএ পরিচালক অধ্যাপক আহম্মেদ সাজ্জাদ রশীদ যুক্তি দাঁড় করান, 'বিভাগীয় মামলায় অভিযুক্তরা রেহাই পেয়েছে। তারা পদোন্নতিও পেয়েছে।' বছরের পর বছর কর্মরত থাকা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'এটি তো সব সরকারি প্রতিষ্ঠানেই হয়। কলেজগুলোতে তো কেউ কেউ ২০-২২ বছর ধরেও থাকেন। 'কলেজ আর ডিআইএ তো একধরনের প্রতিষ্ঠান নয়'– বলা হলে তিনি বলেন, এখানে তদন্ত বিষয়ে এক্সপার্ট কর্মকর্তা লাগে। একজন এক্সপার্ট হতে হতেই তো কয়েক বছর চলে যায়।'

দুর্নীতির দুর্গ : শিক্ষা পরিদর্শক ছালেহউদ্দিন শেখ রাজশাহী অঞ্চলের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনে গিয়ে বিপুল অঙ্কের ঘুষ নিয়ে অভিযুক্ত হন। অডিট অফিসার মোখলেছুর রহমান, গোলাম মর্তুজা, ফরিদ উদ্দিন, জামালুল মাওলা ও ফারুক গাজী মহাহিসাব নিরীক্ষণের কার্যালয় থেকে প্রেষণে ডিআইএ'তে কাজ করছেন। তাদের মধ্যে প্রথম দু'জনের বিরুদ্ধে ঘুষ-দুর্নীতির অভিযোগের পাহাড় জমেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে। প্রেষণের মেয়াদ তিন বছর হলেও ২০০৪ সাল থেকে মোখলেছুর রহমান এখানেই রয়েছেন। জানা গেছে, অডিটর পদে থাকা ফারুক গাজী রয়েছেন একই পদে প্রায় ১৭ বছর।

এর আগে ২০১৪ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি ডিআইএ'র ১৭ জনের একটি তালিকা শিক্ষা সচিবের কাছে দিয়ে তাদের বদলি করতে মন্ত্রণালয়কে সুপারিশ করেছিল। ওই ১৭ জনের মধ্যে এখনও কর্মরত আছেন রাশেদুজ্জামান, এসএম মনজুরুল হক, মোকলেছুর রহমান, কাওছার হোসেন, শ্যামাপ্রসাদ সাহা ও গোলাম মুর্তুজা। কমিটি সে সময়ে সরেজমিন তদন্তে বিভিন্ন কর্মকর্তার দুর্নীতি ও ঘুষ আদায়ের প্রমাণ পেয়েছিলেন। তারা এসব বন্ধ এবং কর্মকর্তাদের তিন বছরের পর বদলির সুপারিশ করেন। যদিও সেসব সুপারিশ আজও মানা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানায়, এসব কর্মকর্তার প্রায় সবাই একে অপরের রক্ষাকারী। তাদের মধ্যে যে বা যারা পরিদর্শনের পর ফিরে এসে বসদের বেশি খুশি করতে পারেন, তাদের বেশি বেশি পরিদর্শনে পাঠানো হয়। এর আগে দু'জন কর্মকর্তা কাওছার হোসেন আর সালাউদ্দিন শেখ পরিদর্শনে গিয়ে প্রাপ্ত বখরা ভাগাভাগি নিয়ে ডিআইএতে প্রকাশ্যে মারামারি করেন। এ সময় সালাউদ্দিন শেখ নাক-মুখ ফাটিয়ে দেন কাওসার হোসেনের। সংশ্লিষ্টরা জানা, ডিআইএতে কর্মরত কর্মকর্তাদের দাপট এবং মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ম্যানেজের ক্ষমতা এতই বেশি যে, বর্তমান সরকারের শুরুর দিকে খোদ সাবেক শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান সাত কর্মকর্তাকে ডিআইএ থেকে সকালে বদলি করে বিকেলেই তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন।

ডিআইএ কর্মকর্তাদের দুর্নীতি কমাতে চলতি বছরের শুরুতে অনলাইনে সরাসরি ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শিক্ষা পরিদর্শকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন কার্যক্রম উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। ঘুষ বন্ধের লক্ষ্যে পরিচালিত এ কার্যক্রম নেওয়ায় ডিআইএ'র কর্মকর্তারা ক্ষুব্ধ হন। তারা তাই নামমাত্র কিছু তদন্তের কাজ করলেও মার্চ থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও পরিদর্শন করেননি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুসারে, আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ডিআইএ'র সারাদেশের তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করার শর্ত রয়েছে। অথচ এ পর্যন্ত মাত্র ১২০টি প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করা গেছে। চলতি মাসে আরও কিছু প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের কাজ চলছে।

এ বিষয়ে ডিআইএ পরিচালক অধ্যাপক আহম্মেদ সাজ্জাদ রশীদ সমকালকে বলেন, 'বন্যার কারণে কর্মকর্তারা পরিদর্শনে যাননি। স্কুল-কলেজে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ছিল।' 'বন্যা হয়েছে জুলাই-আগস্ট মাসে, তা-ও কয়েকটি জেলায়। তা হলে সারা বছর পরিদর্শন হয়নি কেন?'– এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'কিছু প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন হয়েছে। তা ছাড়া কমবেশি সব জেলায়ই বন্যা হয়েছে।' তিন হাজার প্রতিষ্ঠান বাকি দুই মাসে পরিদর্শন সম্ভব কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'একটা টার্গেট থাকে বটে। তবে আমাদের তো লোকবলের অভাব।'

শিক্ষামন্ত্রীর বক্তব্য : শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সমকালকে বলেন, ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্ত বন্ধ করে ডিআইএ'র কেউ কয়েক মাস ধরে বসেছিল, এটা প্রমাণ হলে তাদের চাকরিচ্যুত করা হবে। তিনি বলেন, ডিআইএ'র নতুন ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে হবে। এ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পূর্ব ধারণা পরিবর্তন করে সততা ও নিষ্ঠার ভাবমূর্তি গড়তে হবে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই এটা দৃশ্যমান করতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, আমাদের ৩৬ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের সময় সামগ্রিক বিষয়গুলো দেখতে হবে। আর্থিক হিসাবের পাশাপাশি লেখাপড়ার মান, পরিবেশ, শিক্ষকরা ঠিকভাবে ক্লাস নিচ্ছেন কি-না সে বিষয়গুলো পরিদর্শন প্রতিবেদনে তুলে ধরতে হবে। এ অধিদপ্তরে এখনও যারা অসৎ আছেন, দ্রুত তাদের নিজেদের সংশোধনের পরামর্শ দেন তিনি। অন্যথায় তারা কেউ রেহাই পাবেন না বলে তিনি সতর্ক করে দেন।